পাক্ষিক

لا اله الا الله محمد رسول الله

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই মে ১৯৮০ ইং : ২৯শে জমাদিউস সানী, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই মে, ১৯৮০ ইং

৩৪শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সূরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : "বিপদাপদ ধৈর্য ও সবুর'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : সকল প্রকারের জ্ঞান পবিত্র কুরআনে অলৌকিকরূপে সন্নিবেশিত"	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) : অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* মজলিসে শুরার কার্যবিবরণী : বাজেটত্রয় অনুমোদন ও হুজুরের ভাষণ	সংকলন ও অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* ওসিয়ত প্রসঙ্গে হুজুরের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী :	অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১০
* শিক্ষাগত মানোন্নয়ন কল্পে হুজুরের ঐতিহাসিক ভাষণ :	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৩
* বিশেষ পয়গাম	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এন, এন, মোহাম্মদ সালেক	১৬
* মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনাদর্শ	মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৭
* খেলাফতে রাশেদার ৭টি বৈশিষ্ট্য	হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানি (রা) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব	২১
* ২৭শে মে খেলাফত দিবস		
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	২৩
* হুজুরের কতিপয় ঈমানবর্ধক পত্র		২৪

R a b w a h.
Dated – 10 3. 1980

Dear Maulvi Mohammad Sahib,
Assalamo Alaikum.

I am pleased to receive your letter dated 13 Tabligh 1359/Feb 1980 I congratulate you all for having started saying prayers in the rear portion of new Dacca Mosque. May Allah bless your efforts with great success and bless the Jamaat with spiritual, moral and material advancement. Ameen

Yours affectionalety,
(Mirza Nasir Ahmad)
Khalifatul Masih 111

Maulvi Mohammad Sahib,
4, Bakshi Bazar Road, Dacca.
Bangladesh.

بسم الله الرحمن الرحيم　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

HOME LIBRARY
339 PIRERBUG
MIRPUR
DHAKA—1210
ZILLUR RAHMAN KHAN

১ লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই মে, ১৯৮০ ইং : ১৫ই হিজরত, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

'তফসীরে কুরআন'—

সুরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।)—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখন আমরা এই বিষয়টি যাহা পূর্বে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে বিস্তারিত বর্ণনা করিব যেন لكم دينكم ولي دين আয়াতটিকে পূর্ববর্তী আয়াতগুলির জন্য মূল কারণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় এবং ইহাও পরিষ্কার হইয়া যায় যে, কিরূপে এই আয়াতের বিষয়-বস্তু দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের বিষয়কে ব্যাখ্যা করা ও যুক্তি-যুক্ত প্রমাণিত করা হইয়াছে।

অতএব স্মরণ রাখা উচিত, আভিধানিক খণ্ডন করার সময় বলা হইয়াছিল যে দীন শব্দের প্রথম অর্থ হইতেছে طاعة আনুগত্য স্বীকার করা ও আদেশ পালন করা। এই অর্থের দিক দিয়া لكم دينكم ولي دين-এর এই মর্ম হইবে যে, হে অবিশ্বাসীগণ! যেহেতু তোমাদের আনুগত্যের ও আদেশ পালনের নিয়মনীতি আমার আনুগত্যের ও আদেশ পালনের নীয়মনীতি হইতে ভিন্ন, এই জন্য আমি তোমাদের মা'বুদের এবাদত করিতে পারি না এবং তোমরাও আমার মা'বুদের এবাদত করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, কারণ আমার নিয়মনীতি অনুযায়ী প্রতিমাপুঞ্জের এবাদত করা যাইতে পারে না। এবং তোমাদের নিয়মনীতি অনুযায়ী এক খোদার আনুগত্য হইতে পারে না।

নবী করীম (সাঃ)-এর এবং তাঁহার অনুগামীদের আনুগত্যের যে নিয়মনীতি কুরআন করীম হইতে প্রতীয়মান উহা এই ঃ

(১) এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক কেবল এক খোদা ; প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা উচিত। তিনি বলিয়াছেন :

فالهكم اله واحد فله اسلموا ٥

"হে লোক সকল! তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ, তোমরা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার কর।" এখন প্রশ্ন হয় যে, এই আনুগত্য কিরূপে করিতে হইবে? কারণ আদেশ দেওয়ার জন্য জগতে খোদাতায়ালা স্বয়ং আসেন না। ইহার উত্তর এই যে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে জগতে তিনি স্বয়ং আসেন না বরং তিনি স্বীয় রসুল প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে তিনি লোকদিগকে শিক্ষা ও আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন, তিনি বলিয়াছেন :

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار (انعام ١٣)

অর্থাৎ, বিবেকবুদ্ধি তাঁহা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না কিন্তু তিনি সকল বুদ্ধি-বিবেক পর্যন্ত পৌঁছিবার উপকরণ অবলম্বন করেন। সুতরাং একজন রসুলের আওয়াজ শুনিয়া হয় তো এই কথা বলিতে হইবে যে সে মিথ্যাবাদী, তাহার উপর স্বর্গীয় বাণী ও শরীয়ত নাজেল হয় নাই। এমতাবস্থায় ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে সে রসুলই নহে। আর যদি সে সত্যবাদী হইয়া থাকে এবং তাহার উপর স্বর্গীয় বাণী ও শরীয়ত নাযেল হইয়া থাকে, তা হইলে তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন ব্যক্তি খোদাতায়ালার অনুগত বলিয়া আখ্যায়িত হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা রসুলকে মানিয়া লয় বস্তুতঃ তাহারাই আল্লাহতায়ালার অনুগত বলিয়া পরিগণিত হয়, আর যাহারা অস্বীকার করে তাহারা পথ ভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

এখন যেহেতু আল্লাহতায়ালা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন যে কেবল মাত্র মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই জগতবাসীগণকে হেদায়তের সাজ সরঞ্জাম প্রদান করা হইবে। এই জন্য যে ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিবে সে'ই বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহতা'লার অনুগত ও বশীভূত বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই বিষয়টি ব্যক্ত করিতে গিয়া আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন :

وارسلناك للناس رسولا وكفا بالله شهيدا - من يطع الرسول فقد اطاع الله

অর্থাৎ, হে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ! এখন আমরা সমস্ত জগতবাসীর হেদায়তের সাজসরঞ্জাম কেবল তোমার মাধ্যমেই নির্ধারিত করিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুসরণ করিতে চাহে সে যেন মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহর অনুসরণ করে কারণ তাঁহার অনুসরণ বস্তুতঃ আল্লাহর অনুসরণ (নিসা : ১১ রুকু)।

অন্য একস্থানে আল্লাহতা'লা এই বিষয়টিই স্বয়ং মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জিহ্বামূলে উচ্চারিত করাইয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন :

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم - قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول -

অর্থাৎ, হে আমাদের রসুল ! তুমি লোককে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া দাও যে যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসিতে চাহ, এবং চাহ যেন তিনিও তোমাদিগকে ভালবাসেন ও ভালবাসা প্রকাশ করেন তা হইলে ইহার উপায় হইল এই যে, যে সকল আদেশ-উপদেশ তিনি আমার মাধ্যমে জগতের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা উহা অবলম্বন কর এবং আমার অনুসরণ কর ; ফলে খোদাতা'লাও তোমাদিগকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিবেন। তোমাদের দুর্বলতার প্রতি তিনি নজর রাখিবেন বরং তোমাদের দুর্বলতা সত্বেও তিনি স্বীয় নিদর্শন ও বিকাশ তোমাদের জন্য প্রকাশ করিবেন এবং নিজ আশিসসমূহে তোমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া লইবেন। তারপর তিনি বলিয়াছেন : قل اطيعوا الله و اطيعوا الرسول

অর্থাৎ, হে লোকগণ ! তোমরা কর্ণপাত করিয়া শ্রবণ করিয়া লও যে আল্লাহর অনুসরণ করিবে এইরূপে এই রসুলের অনুসরণ করিবে। এই বাক্যের মর্ম এই যে আল্লাহতায়ালার অনুসরণ করিবে তোমরা এই রসুলের অনুসরণের মাধ্যমে। রসুল যেহেতু আল্লাহ কর্তৃক অবতারিত শিক্ষা লইয়া আসেন এই জন্য যাহারা উহার অনুসরণ করে বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহরই অনুসরণ করে। সুতরাং আল্লাহতায়ালার আদেশ সমূহের বিস্তারিত বিষয় সমূহ যাহা রসুলে করীম (সাঃ) ব্যক্ত করিয়াছেন সাম্য করাও উহার অনুসরন করা অপরিহার্য বিষয়, উহার অনুসরণ না করিলে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরও অনুসরণ হয় না। অতএব যে ব্যক্তি স্বর্গীয় শরীয়ত মান্য করে প্রকৃতপক্ষে সেই আল্লাহতায়ালার অনুসরণ করার দাবী করিতে পারে এবং তাহার সঙ্গে মিলিয়া এবাদতও করা যাইতো। ইসলামের অস্বীকারী যে ব্যক্তি, সে যেহেতু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা সমূহের উপর বিশ্বাস পোষণ করে না এই জন্য সে আল্লাহর অনুসরণ আদৌ করিতে পারে না ; যে ব্যক্তি এইরূপ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুসরণ করে এবং তাহার সঙ্গে এবাদতে যোগদান করে সে আসলে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত কাজ করে।

(২) যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর মহাব্বত ও ভালবাসার আবেগ ও প্রেরণা পাই অথবা পূর্ণ ও কামেল তৌহীদ অবলম্বন করে না তাহার কখনও অনুসরণও করা যাইতে পারে না। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন :

و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان امره فرطا (كهف ٤)

অর্থাৎ, হে সম্বোধিত ব্যক্তি ! তুমি সেই ব্যক্তির কখনও অনুসরণ করিও না যাহার অন্তরে আমাদের মহাব্বত নাই এবং সে নিজের হেয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। কারণ তাহার অনুসরণের পরিণাম এই হইবে যে সে একক খোদা হইতে তোমাকে দূরে সরাইয়া ফেলিবে। সুতরাং মানুষের একান্ত কর্তব্য, সে যেন কেবল তাহারই অনুসরণ করে এবং তাহারই সঙ্গে মিলিয়া এবাদত করে যাহার অন্তরে খোদার ভয় বিরাজমান এবং সে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করার অভ্যস্ত ও আল্লাহতায়ালার তৌহীদ প্রচারের কাজে যত্নবান। যদি তাহার মধ্যে এই গুণ পরিলক্ষিত না হয় তাহা হইলে সংসর্গ ও তাহার নেতৃত্ব যে লোককে খোদা হইতে দূরে সরাইতে থাকিবে এবং এবাদত কায়েম করার পরিবর্তে নিঃশেষ করিতে থাকিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু কাফেরগণ খোদার তৌহীদে বিশ্বাসী নহে এবং তাহাদের অন্তর আল্লাহর মহব্বত শূন্য এই জন্য এবাদতে তাহাদের সঙ্গে মোমেনদের আদৌ ঐকমত্য হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৯০। বিপদাপদ, ধৈর্য ও সবুর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৮৮। হযরত সালমান বিন্ সুরাদ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন : "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পার্শ্বে বসা ছিলাম। নিকটেই দুই ব্যক্তি ঝগড়া করিতেছিল। তাহাদের একজনের চেহারা রক্তিম এবং রক্তবাহী রজ্জুগুলি ফোলা ছিল। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : "আমি এমন কথা জানি যে, সে এই কথা কহিলে তাহার এই অবস্থার অবসান ঘটবে। যদি সে বলে : "আমি আল্লাহতায়ালার পানাহ্ (আশ্রয়) চাই বিতাড়িত শয়তান হইতে", তবে তাহার ক্রোধ নামিয়া যাইতে থাকিবে।" ইহাতে লোকে সেই ঝগড়ালিপ্ত ব্যক্তিকে বলিল : রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, 'তুমি মরদুদ শয়তান হইতে আল্লাহতায়ালার পানাহ্ প্রার্থনা কর।"

[বুখারী, 'কিতাবুল আদব ; বাবু মা ইয়ানহা আনিস্ গাযাবে ওয়াল-লাউনে; ২ ঃ ৮৯৩পৃঃ]

৯১। কুচরিত্র, অসদাচার।

৪৮৯। হযরত যিয়াদ বিন্ ইলাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহার চাচা কুৎবা বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রিওয়াইত করেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই দোয়া করিতেন :

"হে আমার আল্লাহ্, আমি কুচরিত্র, কুকর্ম, কু-আকাঙ্খা এবং কু-ধারণা হইতে তোমার পানাহ্ চাই।" ['তিরমিযি ; কিতাবুদ-দাওয়াত ; বাবু জামেয়ুদ্ দাওয়াত ; ২ঃ১৯৮ পৃঃ]

৪৯০। হযরত ইবনে মসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তিনটি বিষয় সকল গোনাহের মূল। এগুলি হইতে বাঁচিতে হইবে। তকব্বুরি (অহঙ্কার) হইতে বাঁচিবে। কারণ তকব্বুরই শয়তানকে আদমের সেজদা না করিবার উস্কানী দিয়াছিল। দ্বিতীয়, লোভ হইতে বাঁচিবে। কারণ লোভই মানুষকে (নাফরমাণীর) বৃক্ষ (হইতে ফল) ভক্ষনে উস্কাইয়াছিল। তৃতীয়, ঈর্ষা হইতে বাঁচিবে। কারণ ঈর্ষা (হাসাদ)-এর ফলেই আদমের দুই পুত্রের এক পুত্র তাহার ভাইটিকে কতল করিয়াছিল।"

৪৯১। হযরত নাওয়াস বিন্ সাময়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "নেকী (পুণ্য) সুচরিত্রের নামান্তর এবং গোনাহ্ হইল তাহা, যাহা তোমার হৃদয়ে বাধে (খটকা জন্মায়) এবং তুমি পছন্দ কর না যে, মানুষ তাহা জানিতে পারে এবং তোমার এই দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত হয়!"

['মুসলিম ; কিতাবুল বির' ও সালাহ্ ; 'বাবু তফসীরু ল বিরে'ওয়াল ইসমে ; ২ঃ১৭৫ পৃঃ ও তিরমিযি ; ২ ঃ ৬২ পৃঃ]

৪৯২। হযরত আবু বকরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আমি কি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ (মহাপাপ) সম্বন্ধে বলিব না ? এই প্রশ্ন কি তিন বার পুণরাবৃত্তি করিলেন। আমরা নিবেদন করিলাম : 'হে আল্লাহর রসুল, জরুর বলুন।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "আল্লাহতায়ালার সাথে শরীক স্থাপন, মাতাপিতার অবাধ্যতা। তিনি (সাঃ) তখন বালিসের উপর ভর রাখা অবস্থায় ছিলেন। আবেগ ভরে উঠিয়া বসিলেন। ফরমাইলেন : "মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (অতি বড় গোনাহ)।" এই কথা তিনি (সাঃ) মহা আবেগ সহ বার বার দোহরাইতে লাগিলেন, এমন কি আমাদের মনে হইতে লাগিল, 'যদি তিনি চুপ হইতেন'।

['বুখারী ; কিতাবুল আদব ; বাবু উক্কুকুল্‌ ওয়ালেদাইনে ; ২ : ৮৮ ৪ পৃঃ]

৪৯৩। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ আমর বিন্‌ আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "বড় গোনাহ হইল আল্লাহ্‌-তায়ালার শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্যতা, অন্যায় হত্যা ও মিথ্যা কসম খাওয়া।'

['বুখারী ; 'কিতাবুল শাহাদৎ ; 'বাবু শাহাদাতুয্‌যুর, ২:৩৬২ ও ২:৯৮৭ পৃঃ]

৪৯৪। হযরত ইবনে মসউদ রাযিয়াল্লাহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম সুদখোর ও সুদ-দাতা উভয়ের প্রতি লানৎ দিয়াছেন (অভিশাপ করিয়াছেন)।

['মুসলিম ; 'কিতাবুল-বুইয়ু, 'বাবু আকলিরে'বা ওয়া মুকেলাহ ; ২ : ৪৫ পৃঃ]

৪৯৫। হযরত আব্দুল্লাহ বিন্‌ আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : বড় গোনাহর মধ্যে গণ্য হয় মানুষ তাহার মাতাপিতাকে গাল দেওয়া।" সাহাবা (রাযিঃ) নিবেদন করিলেন : "আল্লাহর রসুল, কেহ কি তাহার মাতা-পিতাকে গাল দেয় ? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন "যখন এক ব্যক্তি অন্যের পিতাকে গাল দেয়, এবং প্রত্যুত্তরে সে তাহার পিতাকে গাল দেয় তেমনি যখন সে কাহারো মাকে গাল দেয় এবং ঐ ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে তাহাকে গাল দেয় তখন প্রকরান্তরে সে স্বয়ং তাহার মাতা-পিতাকে গাল দেয়)।"

['বুখারী ; 'কিতাবুল আদব, 'বাবু লা ইয়াসুব্বু রাজুলু ওয়ালেদাইহে ; ২:৮৮৩ পৃঃ]

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) :

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

'তোমাদের মধ্যে যাহারা উপস্থিত আছ আর যাহারা অনুপস্থিত, প্রত্যেককেই আমি তাকিদ করিতেছি যে, নিজ ভাইগণকে চাঁদা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দাও। প্রত্যেক দুর্বল ভাইকেও চাঁদার মধ্যে শামিল করিয়া নাও। এমন সুযোগ আর আসিবে না।"

—হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)

[আল-হাকাম, ১০ই জুলাই ১৯০৩]

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

সর্ব প্রকারের জ্ঞান-বিদ্যা দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে অলৌকিক পর্যায়ে কুরআন করীমের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

"ধর্মের যাবতীয় উচ্চাঙ্গীণ শিক্ষা, উহার পূত সত্যসমূহ, ইহজগতে মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশার্থে প্রয়োজনীয় এলমে-ইলাহীর (ঐশীজ্ঞানের) যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ব ও তথ্য, তেমনি 'নফসে আম্মারা' (মানবাত্মার কুমন্ত্রণাদানের উৎস) সম্পর্কীয় সকল ব্যাধি, উত্তেজনা, ছুরত্ব-বঞ্চনা ও উহার সহজাত বিপদাবলী ও সেগুলির যাবতীয় চিকিৎসা ও নিরাময় ব্যবস্থা, তেমনি মানবাত্মার 'তাযকিয়া' শোধন ও বিকাশ প্রণালী এবং উচ্চাঙ্গীণ নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রকাশ সম্পর্কিত রূপ-রেখা, অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ও আলামত সমূহ পূর্ণ ও পরিণত মাত্রায় কুরআন মজীদে সন্নিবেশিত আছে। এবং এই পবিত্র কালামে লিপিবদ্ধ নাই এরূপ কোন সত্য বা এলাহী (ঐশী) তত্ব অথবা খোদা-মিলনের পন্থা কিম্বা আল্লাহর আরাধনা সম্পর্কিত কোন দুর্লভ ও পবিত্র তপ-তপস্যা (মুজাহেদা) উদ্ভাবন করিয়া দেখাইবার কাহারও সাধ্য নাই। দ্বিতীয়তঃ মানবাত্মার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট সম্পর্কিত জ্ঞান ও মনোবিদ্যা অলৌকিক পর্যায়ে বিন্যস্ত এই কালামে এরূপ সামগ্রিকতা ও নৈপুণ্য সহকারে লিপিবদ্ধ দেখা যায়, যাহা দ্বারা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝিতে পারেন যে, ইহা সর্বশক্তিমান খোদা ছাড়া আর কাহারো কালাম হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ সৃষ্টির আদি (সূচনা ও ক্রমবিবর্তন) ও অন্ত (আখেরাত-পরকাল) এবং অন্যান্য উলুমে গায়েব (অজ্ঞাত বিষয়াবলির জ্ঞান) যাহা আলেমুল গায়েব খোদার কালামের এক অপরিহার্য বিশেষত্ব স্বরূপ, যদ্বারা মানব হৃদয় স্বস্তি ও তৃপ্তি লাভ করে এবং যদ্বারা গায়েব বা অজ্ঞেয় সম্বন্ধে সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার সম্যক জ্ঞান বাস্তব ও সাক্ষাৎরূপে সপ্রমাণিত হয়—সেই জ্ঞান এত প্রচুর ও বিস্তারিতরূপে কুরআন মজীদে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, জগতে অন্য কোন কিতাব বা গ্রন্থ ইহার মোকাবেলা করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, কুরআন শরীফ দ্বীনের সাহায্যার্থে অন্যান্য সকল বিদ্যার দ্বারাও অলৌকিক পর্যায়ে খেদমত গ্রহণ করিয়াছে, সেইগুলিকে দ্বীনের সমর্থনে কাজে লাগাইয়াছে, যেমন যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল, ভূবিদ্যা ও এলমে ফাসাহাত ও-বালাগাত ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনের জ্ঞান-তত্ব মানুষকে বুঝানো এবং মনোপূত করানো অথবা উহাকে পর্যায়ক্রমে সহজলব্ধ করা কিংবা সেগুলির দ্বারা দ্বীনের ক্ষেত্রে যুক্তি-প্রমাণ কায়েম করা অথবা কোন নির্বোধের আপত্তি খণ্ডন করার বিষয়কে কার্যতঃ দৃষ্টির সামনে রাখিয়াছে। মোট কথা, দ্বীনের সেবার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিকক্রমে এই যাবতীয় পার্থিব জ্ঞান-বিদ্যাও অলৌকিক পর্যায়ে কুরআন শরীফে কল্পনাতীত পদ্ধতিতে রূপায়িত ও পূর্ণ মাত্রায় ভরপুর রহিয়াছে; সেগুলির দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণীর সকল পর্যায়ের বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি উপকৃত হইতে পারে।"

(সুরমা চাশ্‌মে আরিয়া, টীকা পৃঃ ২০ ও ২১)

অনুবাদঃ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

৬১তম কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার কার্যবিবরণী

সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, তাহ্‌রীকে জদীদ ও ওক্‌ফে জদীদের বাজেট অনুমোদন

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর তৎসম্পর্কে ঈমান উদ্দীপক ভাষণ

২৭, ২৮ ও ২৯শে মার্চ ১৯৮০ইং তারিখে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত জামাত আহ্‌মদীয়ার ৬১তম বার্ষিক মজলিসে শুরার দ্বিতীয় দিবসের প্রথম অধিবেশনে সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া—পাকিস্তানের ১৯৮০—৮১ সনের আয় ব্যয় সংক্রান্ত বাজেট বিগত বৎসরের বাজেটের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ বর্দ্ধিত করা হয় এবং উহার মোট অংক দাঁড়ায় এক কোটি দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছিয়াশি টাকা (রুপিয়া)। সাব কমিটির উক্ত প্রস্তাবিত বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সর্ব সম্মতিক্রমে উহা পাশ করা হয়। হুজুর উহার অনুমোদন দান করিতে গিয়া বলেন ঃ

সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া পূর্বরীতি অনুযায়ী বিগত বৎসরের প্রকৃত আয়ের পরিবর্তে পূর্ব বাজেটের উপর শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি করিতেন কিন্তু এ বৎসর তাঁহারা পূর্ববর্তী বাজেটের শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধির পরিবর্তে বিগত বৎসরের আসল আয় অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করিয়াছেন। এই ধারায় বর্তমান বাজেট শতকরা ১০ ভাগের স্থলে প্রায় ২২ ভাগ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মুমিন সদা অগ্রসরমান হয়, কখনও পশ্চাদপদ হয় না, যদিও বাজেট বৃদ্ধি নাও করা হয়। সুতরাং প্রতি বৎসরই আসল আয় (উসলী) প্রস্তাবিত বাজেটের চেয়ে বেশীই হইয়া থাকে। এবং ইহার দ্বারা এ কথাই জানা যায় যে, জামাতের কদম আল্লাহ্ তায়ালার ফজলে কত অগ্রসরমান। (আল-হামদুলিল্লাহ)।

তেমনিভাবে তাহ্‌রীকে জদীদ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আগামী বৎসরের জন্য তিন কোটি বাষট্টি লক্ষ দশ হাজার পাঁচ শত টাকা (রুপিয়া)-এর প্রস্তাবিত বাজেট সাসারণ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করা হয় এবং হুজুর (আইঃ) উহার অনুমোদন দান করিতে গিয়া বলেন ঃ

তাহরীকে জদীদের দুইটি কাজ—এক, কাজের প্রস্তুতি ; দুই, কর্মক্ষেত্রে সেই প্রস্তুতির দ্বারা ফয়দা হাসিল করা। প্রস্তুতি-কার্যের সম্পর্ক মারকজের সহিত, এবং প্রস্তুতির পর কর্মক্ষেত্র হইল পাকিস্তানের বাহিরে। কর্মক্ষেত্র হিসাবে ভারত এবং বাংলাদেশও তাহরীকে জদীদের মধ্যে শামিল নয়। এখন যদি কেহ বলে যে, 'শকর গড়ে' স্কুল ও হাসপাতাল তৈরী

করা হউক, তাহা হইলে উহার সহিত তাহ্‌রীকে জদীদের কোন দূরবর্তী সম্পর্কও নাই। কোন কোন বন্ধু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন। আল্লাহতায়ালা মুমিনের এই চিহ্ন বর্ণনা করিয়াছেন যে, والذين هم عن اللغو معرضون। 'মুমিন বৃথা কথা বা কাজ হইতে বিরত থাকে এবং সকল প্রকারের অপ্রাসঙ্গিক, বৃথা ও অসমীচীন (গয়র সালেহ) বিষয় হইতেও আত্মরক্ষা করিয়া চলে।'

হুজুর (আইঃ) বলেন, তাহ্‌রীকে জদীদের বাজেট সাড়ে তিন কোটিরও বেশী। এবং উহার মধ্যে আয়ের দিক দিয়া মাত্র কয়েক লক্ষ টাকাই পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক রাখে। অবশিষ্ট সমগ্র বাজেট বাহিরের দেশগুলির সহিত সম্পৃক্ত। পাকিস্তান ছাড়া কয়েকটি দেশেই কর্মঠ জামাত কায়েম হইয়াছে। এবং সেই সবই স্বাধীন দেশ। ১৯৪৪ইং পর্যন্ত তাহ্‌রীকে জদীদের কোনও রেজিষ্টারে বিদেশগুলির আয় লিপিবদ্ধ নাই। সেই সময় পর্যন্ত সমস্ত ভার মারকজের উপরই ছিল—প্রস্তুতির কাজ চলিতেছিল; তারপর ক্রমশঃ বহির্দেশ হইতেও আয় হইতে লাগিল। এবং এখন সেই আয়ের অঙ্ক তিন কোটি বাষট্টি লক্ষ টাকায় উপনীত হইয়াছে, যার মধ্যে মাত্র ত্রিশ লক্ষ টাকা পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক রাখে। বাকী সারা বাজেট বাহিরের দেশ সমূহের মুখলিস ও কর্মচঞ্চল জামাত সমূহের কুরবাণীর ফলশ্রুতি বিশেষ। এবং তাহাদের কুরবানী এটুকুই নয় বরং তাহারও বেশী কেননা সেই সকল দেশেও কতকগুলি স্থানীয় ফাণ্ড রহিয়াছে, যেগুলি এই অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত নয়। কয়েক কোটি টাকা তো 'নুসরত জাহান লিপ ফরওয়ার্ড প্রোগ্রামে' এই জামাতগুলি দান করিয়াছে। সেই টাকাও এই বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রত্যেক দেশের টাকা সেই দেশেই ব্যয় করা হয়। একটি পয়সাও সেখান হইতে বাহিরে দেওয়া হয় না। 'নুসরত জাহান লিপ ফরওয়ার্ড প্রোগ্রামে'র আয় উহার দ্বারা স্থাপিত হাসপাতালগুলির দ্বারাও হইতেছে এবং তাহা সেখানেই স্কুল ও হাসপাতালসমূহে এবং অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হইতেছে।

হুজুর বলেন, ১৯৭৩ ইং সনে নুসরত জহান লিপ ফরওয়ার্ড প্রোগ্রামের চাঁদার পরিসমাপ্তি ঘটে। উহাতে পাকিস্তান অথবা পাকিস্তানের বাহিরের জামাতগুলি যে পরিমান চাঁদা দান করিয়াছে তাহা ৫২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। জগতের সমগ্র ধন-সম্পদের মালিক হইলেন একমাত্র আল্লাহতায়ালাই। মানুষ ইহা ভুলিয়া যায়, এবং বলিয়া বসে যে সে মালিক। খোদাতায়ালা যখন দিতে উদ্যত হন তখন, আমাদের কথায় যেমন বলে, 'ছাদ ছেদ' করিয়া তিনি দান করেন, এবং কুরআনী পরিভাষা অনুযায়ী يرزق من يشاء بغير حساب —তিনি যাহাকে ইচ্ছা, বেহিসাব দান করেন।' শুধু ঘানায় দেড়/দুই কোটি টাকা খরচ হইয়াছে এবং ৭৩ লক্ষ টাকা এখনও উদ্বৃত্ত পড়িয়া আছে। তদুপরি অন্য সব দেশের (নুসরত জাহান লিপ ফরওয়ার্ড প্রোগ্রাম সংক্রান্ত) বাজেট ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।

হুজুর বলেন, বিবেচনাধীন প্রস্তাবিত বাজেট দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, খোদাতায়ালার ফজলে এই সকল 'হৃদয় ও বক্ষে' কি বিপুল পরিমাণ এখলাস ও নিষ্ঠার সঞ্চার

হইয়াছে, যে মানবহৃদয় গুলিকে আল্লাহতায়ালা সেখানে (আফ্রিকা) সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা সময়ের কুরবানীও দিতেছেন এবং মালের কুরবাণীও। তাঁহারা অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সহিত ইসলামের তবলীগ (প্রচার) করেন। মালী কুরবানীর ক্ষেত্রে বলা যায় উহা আপনাদের জন্য যতটুকু সহজ তাহা তাহাদের জন্য ততটুকু কঠিন ব্যাপার। দুইশত বৎসর পর্যন্ত তাহাদের পকেটের উপর বিদেশী হস্তক্ষেপ বিরাজ করিয়াছে—তাহারা অবশিষ্ট কিছুই ছাড়িত না, সবই লইয়া যাইত। তাহা সত্বেও তাহাদের (আফ্রিকান আহমদীগণের) মধ্যে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে যে তাহারা তাহরীকে জদীদের বাজেট ব্যতীত আরও বহু প্রকারের চাঁদা দান করেন। আমি যেমন এখনই বলিয়াছি, লিপফরওয়ার্ড প্রোগ্রামের চাঁদার পরিমাণই ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। এবং ইহা 'ইয়ারজুকু মান-ইয়াশাউ বে গাইরে হিসাব'-এরই নামান্তর।

হুজুর বলেন, একজন আহ্‌মদীর সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার যে ব্যবহার তাহা দেখিয়া মানুষ বিস্মিত হয়। আমাদের জবান তো উহার শোকর আদায়েও অপারগ। একজন সাধারণ ডাক্তার সেখানে যায়; আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার হাতে শেফা (আরোগ্য) দান করেন। বড় বড় বিত্তশালী ব্যক্তি ও মন্ত্রীগণ তাহাদের সুরম্য হাসপাতালগুলি বাদ দিয়া জামাত আহ্‌মদীয়ার অতি সাধারণ ক্লিনিকে, যেখানে সেই ডাক্তার কাজ করিতেছেন, নিজেদের চিকিৎসার্থে চলিয়া আসেন। অন্য সব হাসপাতালের ষ্টোরগুলি সর্বপ্রকারের ঔষধে ভরপুর থাকে, তাহাদের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডগুলি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। একটি দেশের মন্ত্রীকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে আপনি অতি উত্তম হাসপাতালগুলি ছাড়িয়া এখানে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য কেন আসেন? মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, আমাদের হাসপাতালগুলিতে প্রতিটি জিনিসই আছে কিন্তু একটি জিনিস নাই, এবং এই হাসপাতালগুলিতে কিছুই নাই কিন্তু একটি জিনিস আছে, আর সেইটি হইল শেফা বা আরোগ্য।

হুজুর বলেন, তাহ্‌রীকে জদীদ-এর দৃষ্টান্ত সেই বট-বৃক্ষের ন্যায়, যাহার শিকড়গুলি উপর হইতে নামিয়া আসিয়া জমিনে প্রথিত হয়। ইহা খোদাতায়ালার ফজল। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ হইতে বাঁচিবার দোওয়া শিখাইয়াছেন। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ঈর্ষা পরায়ণদের ঈর্ষা হইতে বাঁচাইয়া রাখুন এবং ঈর্ষাকারীদের ঈর্ষায় তীব্রতা সৃষ্টি করার জন্য আমাদের উপর (ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথে) অধিকতর ফজল ও রহমত বর্ষণ করুন। আমীন।

হুজুর (আইঃ) ১৯৮০-৮১ সন সংক্রান্ত ওক্‌ফে জদীদের ৮লক্ষ ৫হাজার টাকার প্রস্তাবিত বাজেটও মনজুর করেন। (আল-ফজল ৫, ৬ ও ৯ই এপ্রিল ১৯৮০ইং হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

—আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

৬১তম কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় ওসিয়ত প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী

আজ ঘোষণা কর যে প্রত্যেক বেপর্দা মহিলার ওসিয়্যত বাতিল করা হউক। জমাতের নিজামের কর্তব্য যেন অন্যের ধনসম্পদ আত্মসাৎ কারীদিগকে ওসিয়তের নিজাম হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়; ওসিয়্যতের নিজাম কোন অবাধ্যদের নিজাম নহে, বস্তুতঃ ইহা হইতেছে অধিক কোরবাণী ও উৎসর্গকারীদের জামাত।

শুরার দ্বিতীয় দিবসে (২৯শে মার্চ) সব কমিটির সভাপতি চৌধুরী আবদুর রহমান সাহেব মহিলাদের ওসিয়্যত সম্বন্ধে শুরা কমিটির সুপারিশ সমূহের আলোকে সব-কমিটি কর্তৃক গৃহীত নিয়মাবলী পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পূর্বে হুযুর ইরশাদ করেন :

"আসল কথা হইল এই যে, মুসী ও গায়ের মুসীর জীবনের মধ্যে ভেদ করার একটি মাপকাঠি হওয়া চাই ; তাহাকে বিনাব্যতিক্রমে সব নামাজ পড়া উচিত, মধুর চরিত্রের অধিকারী হওয়া উচিত, অন্যের সুখে-দুঃখে শরীক হওয়া উচিত।

এই নিজাম বস্তুতঃ জামাতের ভিতরে এমন এক শ্রেণী গঠন করিতে চাহে যাহারা সবিশেষ কোরবাণী করিবে যেরূপভাবে তীরের অগ্রভাগে একটি ফাল লাগানো থাকে যাহা ভেদ করিয়া আগে চলিয়া যায়, এইরূপেই তাহাদিগকে কাষ্ঠ-দণ্ড হইতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মোকামে থাকা উচিত।"

অতঃপর মাননীয় চৌধুরী আবদুর রহমান সাহেব মহিলাদের ওসিয়্যত সম্বন্ধে নিয়মাবলী পাঠ করিয়া শুনাইলেন যারপর রানা মোহাম্মদ খাঁ সাহেব হুযুর আইয়াদাহুল্লাহর আদেশানুক্রমে পরামর্শদাতা বন্ধুগণের নাম তলব করিলেন। তাহাদের নাম লেখার পর ছয়টা দশ মিনিটে হুযুর সংলগ্ন অতিথিশালা সারায়ে খিদমতে বিশ্রামার্থে যান। হযরত সাহেবের যাওয়ার পর অধিবেশনের কার্য অব্যাহত থাকিল এবং ইজায নাসরুল্লাহ সাহেব ইসলামাবাদ, সুফী বশারাতুর রহমান সাহেব নাযের তালীম, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ কুনরী, উসমান আলী মখদম, ইদ্রীস নাসরুল্লাহ সাহেব, মজিবুর রহমান সাহেব এডভোকেট, আতিক আহমদ সাহেব বাজওয়া ওহাড়ী, মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব সাহিওয়াল, সৈয়দ আবদুল গফুর সাহেব এবং সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ঐ সব নিয়ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলেন।

হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ ঐ সকল পরামর্শ শ্রবণ করার পর ইরশাদ করিলেন যে যে সকল বন্ধুগণ নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড় মজার কথাও

বলিয়াছেন যে যদি কোন বালিকা শিক্ষাধায়নরত থাকে এবং সে ঐ অবস্থায় আর্থিক কোরবাণী করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে তাহাকে ওসিয়্যত করার অনুমতি দেওয়া উচিত। হুজুর ইরশাদ করিলেন যে যদি সে আর্থিক কোরবানী করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে তাহাকে ওসিয়্যতই করা উচিত নহে। নচেৎ কালকে কেহ এই কথাও বলিবে যে উমুক ব্যক্তি নামাজ পড়ে না তখন কি তাহাকে ওসিয়্যতও করিতে দেওয়া হইবে না! হুজুর বলিলেন, প্রত্যেক আহমদীর জন্য ওসিয়্যত করা জরুরী নহে। প্রত্যেক ঐ আহমদীকে যে হযরত মসিহ মওউদ আলাইহেস সালামের আহ্বানে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ পূর্বক আল্লাহর দরবারে গ্রহনীয় সৎকার্য পালন করে, জান্নাতের শুভ সংবাদ দান করা হইয়াছে। জন্নাত দানের ফয়সালা তো বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক খোদা করিবেন।

এই যে মোমেনদের জমাআত ইসলামের বিজয় অভিযানে যোগদান করিয়া যাইতেছে তাহাদিগকে তাহাদের মোকাম চিনিবার জন্য এবং দায়িত্ব সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য উত্তম আদর্শ সমূহের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে যে, প্রত্যেক জমাআতের মধ্যে এমন লোক বর্তমান থাকা চাই যাহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে অধিক হইতে অধিকতর কোরবানী করিবে এবং সকল অবস্থায় এমন সৎকার্য করিয়া যাইবে যাহাদিগকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অদর্শরূপে পেশ করা যাইতে পারে যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অন্য লোকও নিজেদের কোরবানীর মান উচ্চ করিতে পারিবে। হুযুর বলিয়াছেন, হযরত মসীহ মওউদ আলায়হেসসালাতু ওস্‌-সালামের জমাআয়ও এমন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহাদিগকে আল্লাহতা'লা তাহাদের আধ্যাত্মিক যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ও দোয়া করার তৌফীক দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজের জন্য দোয়া করিতেন এবং অন্যের জন্যও দোয়া করিতেন। এই সকল লোক বড়ই কর্মনিষ্ঠ ও উৎসর্গকারী লোক ছিলেন যাহারা নিজের পবিত্র আদর্শের মাধ্যমে জামাতের মধ্যে এই নব জীবন, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন যে আমরা প্রত্যেক সৎকাজে অগ্রাধিকার লাভ করিব। এই উদ্দেশ্যেই ওসিয়্যাতের নিজাম কায়েম করা হইয়াছে। হুযুর ইরশাদ করিয়াছেন, ইহা অগ্রগামীদের জমাআত (মূসীদের জমাআত), যাহারা জমাআতের মধ্যে সকল বন্ধুদের আগে আগে চলিবে, দৃঢ় ঈমান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হইবে, সর্বাপেক্ষা বেশী সৎকর্ম করিবে, বিনয় ও দীনতার সহিত দোয়ায় রত থাকিবে, খোদার সঙ্গে প্রেমসূত্র প্রাগাঢ় করিবে; যেরূপভাবে তীরের অগ্রাংশে ফাল সংযুক্ত থাকে তদ্রূপ তাহারা জামাতের অগ্রাংশে ফাল স্বরূপ থাকিবে।

হুযুর বলিয়াছেন, বলা হইয়াছে যে একজন ছাত্রীর কি দোষ? তাহার নিকট টাকা নাই, তাই সে আর্থিক কোরবানী করিতে অক্ষম। তারপর এইরূপও বলা হইবে যে তাহার কি দোষ, সে যদি নামায পড়ার পরিবর্তে উপন্যাস পড়ে? হুযুর ইরশাদ করিয়াছেন, ওসিয়্যতের নিযাম দুষ্কার্যকারীদের জমাআতের নাম নহে, তাহারাই হইতেছে খোদার দৃষ্টিতে অতীব প্রিয় পাত্র, যাহারা অন্যান্য কোরবানীকারকদিগকে নিজেদের পিছনে পরিচালিত করিয়া তাহারা স্বয়ং আগে আগে অগ্রসর হইতেছে।

ঘোষণা কর যে বেপর্দা মহিলাদের ওসিয়্যত বাতিল করা হউক।

হুযুর হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তক হইতে একটি এবারৎ পাঠ করিলেন যাহাতে হুযুর আলায়হেস সালাম ইরশাদ করিয়াছেন, ইউরোপের ন্যায় আমাদের দেশেও বেপর্দেগীর প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা আদৌ সমীচীন নহে, কারণ নবীদের এই অসঙ্গত স্বাধীনতা হইতেছে পাপাচারের গোড়া। হুযুর এই এবারৎ পাঠ করার পর বলিলেন, আপনারা বলিতেছেন যে নারী বেপর্দা হইলেও তাহার ওসিয়ত বৈধ, যেক্ষেত্রে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বেপর্দেগীকে সহ্য করিতেন না।

হুযুর বলিলেন, অন্যান্য ফয়সালা হইবে, এখন আমি মজিবর রহমান সাহেবের কথা মানিয়া লইতেছি, সেইগুলি সম্বন্ধে পরে বিবেচনা করা হইবে কিন্তু আজকে এই ঘোষণা কর যে প্রত্যেকটি মহিলা যে পর্দা করে না, তাহার ওসিয়্যত বাতিল করা হউক; প্রত্যেকটি পুরুষ যে তাহার ভাইকে অপবাদ ও কুৎসা রটাইয়া কষ্ট দেয়, তাহাকে তুচ্ছ মনে করে এবং অহঙ্কার করে এবং প্রকাশ্য ভাবে সম্মুখে আসে তাহাদের সম্বন্ধে, এবং তাহাদের সম্বন্ধে যাহারা অপরের ধন সম্পদ আত্মাসাৎ করে এই ঘোষণা কর। কুরআন করীম তো এই ঘোষণা করিয়াছে, যে অন্যের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়া উহার বৈধতা সৃষ্টি করিও না যে আমরা কোর্টে গিয়াছিলাম এবং মিথ্যা সাক্ষ্য পেশ করিয়া মোকদ্দমা জয় করিয়া ছিলাম। হুযুর বলিয়াছেন, জামাতের নিজামের কর্তব্য, তাহারা যেন এমন ব্যক্তিকে ওসিয়তের নিযাম হইতে বহিস্কার করিয়া দেয়। যাহারা প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়াছে তাহাদিগকে তো বাহির কর।

হুযুর বলিয়াছেন, ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এখন আমরা অতিগুরুত্বপূর্ণ মোড়ে পৌঁছিয়া গিয়াছি। আমার নিঃসন্দেহে বিশ্বাস, জমাআতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেছে ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী। তোমরা মানবজাতির জন্য শিক্ষক ও নায়ক হইবে; তা তোমরা কিরূপে হইবে? যদি তোমরা নিজেরা কুরআন না পড় নিজেদের সন্তান-সন্ততিদিগকে না পড়াও এবং নিজেদের অন্তশুদ্ধি না কর এবং খোদাতা'লার সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপন না কর তাহইলে বিশ্ববাসীকে তোমরা কী শিক্ষা দিবে?

হুজুর বলিয়াছেন, আপনারা নিজেদের গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করুন এবং উহা পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করুন। মহিলাদের সম্বন্ধে এইসব বিষয়ে আমরা আগামী বৎসর পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। হুজুর বলিয়াছেন, এই কাজে নূতন লোককে শামিল করুন এবং মুজিবুর রহমান সাহেবকেও শামিল করুন। অতঃপর হুজুর সাতটা দশ মিনিটে দ্বিতীয় দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুবাদ : মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক,
সদর মুরুব্বী।

জামাতের শিক্ষাগত মানোন্নয়ন কল্পে সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

* যে কোন শ্রেণীর পরীক্ষার্থী প্রতিটি আহমদী ছেলে-মেয়ে আমাকে (পরীক্ষার পূর্বে ও পরে) চিঠি লিখিবে।
* আগামী দশ বৎসরে প্রতিটি ব্যক্তি নিজ বয়স অনুপাতে কুরআন শরীফ লিখিবে।
* আগামী দশ বৎসরের মধ্যে কোন ছেলে মেট্রিকের পূর্বে এবং কোন মেয়ে মিডিলের পূর্বে স্কুল ত্যাগ করিবে না।
* পরীক্ষায় বিশেষস্থান অধিকারী আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হুজুর (আইঃ)-এর পক্ষ হইতে বিশিষ্ট পুরস্কার সমূহ দানের ঘোষণা ঃ
* প্রাইমারী ও মিডিলে প্রথম তিনশত ; মেট্রিক ও বি এ., বি এস-সি তে প্রথম দুইশত এবং এম এ, এম এস-সি, মেডিক্যাল, ইনজিনিয়ারিং ইত্যাদিতে প্রথম বিশটি পজিশনের অন্তর্ভুক্তদিগকে হুজুর (আইঃ) দোওয়া সহ নিজ স্বাক্ষরে পুস্তক পুরস্কার দান করিবেন।
* জামাতের সকল ছেলে-মেয়ে যদি মেট্রিক পাশ পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে তাহা হইলে আপনাদের জগতে এক মহা বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে।

কুরআন শরীফের তফসীর বুঝিবার জন্য ন্যূনকল্পে মেট্রিক পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন।

২৯শে মার্চ, রাবওয়া—মজলিসে শুরার সমাপ্তি অধিবেশনে তালিমী সাব-কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা (পরামর্শ) শ্রবনের পর হুজুর বলেন : এই রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে বলা হইয়াছিল। উহার পর আমরা অনেক আগাইয়া গিয়াছি। সালানা জলসার সময়ে আমি যে সকল তালিমী ওজিফা (শিক্ষামূলক বৃত্তি) দানের ঘোষণা করিয়াছিলাম সেগুলি 'পুরস্কার মূলক বৃত্তি' হিসাবে প্রদানের ঘোষণা ছিল না বরং সেগুলিকে 'ছাত্রদের হক আদায়' হিসাবে অভিহিত করা যাইতে পারে অর্থাৎ ছাত্রদের হক বা অধিকারে যে ত্রুটি বা অভাব থাকিয়া যাইবে জামাত তাহা পূরণ করিবে।

হুজুর বলেন, আনসারুহু, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এবং লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমি কতগুলি ঘোষণা করিয়া ছিলাম। সেগুলির সারকথা এই যে, আগামী দশ বৎসর কালের মধ্যে জামাতের প্রতিটি ব্যক্তি তাহার বয়স অনুপাতে কুরআন শরীফের শিক্ষা লাভ করিবে।

মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এই কাজ আরম্ভ করিয়াছে এবং উহার রিপোর্টও আমার নিকট আসিয়াছে। ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা তাহাদের করা উচিত এবং দোওয়া করা উচিত, দশ বৎসর কালের মধ্যেই জামাতের প্রতিটি ব্যক্তি যেন কুরআন শরীফের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে এই এরাদা ও সংকল্প যেন সফল হয়, বাস্তবায়িত হয়। আমাদের জন্য মৌলিক ও বুনিয়াদী জিনিস হইল—কুরআন করীম। প্রতিটি আহ্‌মদীকেই, সে পুরুষ হউক বা মহিলা, কুরআন করীমের তা'লীম অর্জন করা উচিত এবং সেজন্য আরবী ভাষা জানা প্রয়োজনীয়। সেজন্য কুরআন করীম নাজেরা পাঠ শিখার পর উহার তরজমা জানা উচিত তারপর কিছু তফসীর জানা উচিত। প্রতি বৎসরই তফসীর শিক্ষায় অগ্রগতি সাধিত হওয়া উচিত। মানুষ যেন তাহার জীবনে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছা পর্যন্ত ক্রমাগত কিছু না কিছু তফসীর শিখিতে থাকে। খোদা করুন, প্রতিটি আহমদী যেন সারা জীবন কুরআন করীমের এলেম হাসিল করার তওফিক লাভ করিতে থাকে। খোদাতায়ালা যেন তাহাদিগের এই কাজকে সর্বোত্তম পরিণামে উপনীত করিতে সামর্থ্য দান করেন।

হুজুর বলেন, সম্প্রতি আমি করাচীতে অবস্থান কালে আমার সর্বশেষ জুমার খোৎবায় আমি এ কথা বলিয়া ছিলাম যে, প্রতিটি আহ্‌মদী গৃহে 'তফসীরে সগীর' থাকা জরুরী। এবং যেহেতু প্রত্যেক আহ্‌মদী একসঙ্গে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিতে সক্ষম নয় সেইজন্য জামাতী অংগ-সংগঠন সমূহের স্ব স্ব ব্যবস্থাধীনে পুস্তক ক্রয় সংক্রান্ত ক্লাব গঠন করা উচিত। প্রতিটি সদস্য স্ব প্রণোদিতভাবে মাসিক কিস্তিওয়ারী টাকা পরিশোধ করিতে থাকিবে, তাহার নিকট তাগাদা দেওয়ার জন্য কেহ যাইবে না।... ...

এই কাজ মোকামী জামাতের তত্বাবধানে সম্পাদিত হউক।... ...ইহাও জরুরী যে, অংগ-সংগঠন সমূহ লক্ষ্য রাখিবে, যেন কোন একটি গৃহে মাত্র একটি পথেই পুস্তক পৌঁছায়। সেই গৃহে অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে যেন সেই পুস্তকেরই অন্য কপি না দেওয়া হয়। সংগ-সংগঠনগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সমঝোতা বজায় থাকিতে হইবে। তফসীরে সগীরের পর সৈয়দনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর বর্ণিত তফসীরের প্রকাশিত খণ্ড সমূহও ধারাবাহিকরূপে প্রতিটি গৃহে পৌঁছানো জরুরী। হুজুর বলেন, খোদায়ী জ্ঞানওয়া সমূহ সম্পর্কিত জ্ঞানরাজী আহরণ করা প্রতিটি ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।

হুজুর তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন যে, জামাতের প্রতিটি ছেলে-মেয়ে, সে পরীক্ষায় পাশ করুক বা না করুক, আমাকে পত্র লিখিবে। আমি ওয়াদা করিতেছি, আমি তাহার জন্য বিশেষভাবে দোওয়া করিব এবং দফতরের পক্ষ হইতে তাহার নিকট উত্তর যাইবে।

হুজুর বলেন, প্রতিটি আহমদী ছাত্র-ছাত্রী, যে জেলাওয়ারী প্রাইমারী বৃত্তিপরীক্ষা পাশ করে এবং তাহার নাম উর্ধতন তিনশত ছাত্রদের তালিকাভুক্ত হয়, সে যেন আমাকে পত্র মারফত জানায় যে, সে প্রথম তিনশতদের অন্তর্গত হইতে পারিয়াছে। আমি তাহাকে নিজ দস্তখতে পত্রের উত্তর দান করিব এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কোন গ্রন্থ দোওয়াসম্বলিত বাক্য সহ নিজ স্বাক্ষরে প্রেরণ করিব, এরূপ দশ লক্ষ ছেলে-মেয়েই হউক না কেন।

তেমনিভাবে যে ছাত্র-ছাত্রী সরকারী মিডিল পরক্ষা পাশ করিবে এবং উপরের ৩ শত ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হইবে সে আমাকে পত্র দ্বারা জানাইবে। আমি তাহাকে নিজে দস্তখত করিয়া জবাব দিব এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কোন পুস্তক দোওয়াযুক্ত বাক্য লিখিয়া নিজ স্বাক্ষর সহ পরস্কার স্বরূপ তাহাকে প্রেরণ করিব।

মেট্রিক পরীক্ষার প্রতিটি বোর্ডের মধ্যে উর্ধতন ২ শত ছাত্রের অন্তর্ভুক্ত আহমদী ছাত্রগণ আমাকে পত্র মারফত জানাইলে আমি তাহাদিগকে শুধু উত্তরই দিব না বরং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তফসীরের প্রকাশিত পাঁচটি খণ্ডের মধ্যে কোন একটি নিজ স্বাক্ষর সহ তাহাদের মেধার সমাদর স্বরূপ তাহাদের নিকট পাঠান হইবে।

প্রতিটি বোর্ড অব এডুক্যাশনের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উপরের ২ শত ছাত্রদের সহিতও অনুরূপ প্রীতিসুলভ ব্যবহার করা হইবে।

ইউনির্ভাসিটির প্রথমবারে বি এ, বি এস-সি ইত্যাদি পরীক্ষাতে উপরের ২ শত ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত আহমদী ছাত্রদের সহিতও একই প্রীতিসুলভ ব্যবহার প্রদর্শন করা হইবে।

এম-এ, এম, এস-সি (প্রতিটি সাবজেক্টে) মেডিক্যাল ও ইনজিনিয়ারিং ইত্যাদির পরীক্ষার প্রথম উর্ধতন ২০ জনের অন্তর্গত আহমদী ছাত্রদিগকে পত্রের উত্তর ব্যতীত তফসীর সগীর অথবা ইংরেজী তফসীরে-কুরআন নিজ স্বাক্ষরে দোওয়াযুক্ত বাক্য সহ পাঠাইব।

ইহা তো শিক্ষার সাধারণ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। মেধাবী ছাত্রদের আমরা সর্ব-প্রকারের সাহায্য প্রধান করিব।

হুজুর (আইঃ) জামাতের প্রতিনিধিগণকে সম্বোধনপূর্বক বলেন, আপনাদের উপর এই দায়িত্ব বর্তাইবে যে, জামাতের মধ্যে প্রথম শ্রেণী হইতে সর্বশেষ শ্রেণী পর্যন্তপ্রতিটি ছেলে-মেয়ে যে কোন পরীক্ষা দেয় সে আমাকে পত্র না লিখে এরূপ যেন কেহ না থাকে। কেননা ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই আমাদিগকে রেজিষ্টার তৈরী করিতে হইবে।

হুজুর (আঃ) বলেন, আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে স্কুল গমনযোগ্য এরূপ কোন ছাত্র থাকা উচিৎ নয় যে মেট্রিক পরীক্ষা পাশ করিবার পূর্বেই স্কুল ত্যাগ করে। যদি আপনারা সর্বাত্মক চেষ্টা পূর্বক জামাতের সকল ছেলে-মেয়েকে মেট্রিক পাশ করাইয়া দেন তাহা হইলে আপনাদের জগতে এক মহা বিপ্লব সাধিত হইবে। জামাতের প্রতিটি ছেলে যেন ন্যূনকল্পে মেট্রিক পাশ করে এবং প্রতিটি মেয়ে যেন কম পক্ষে মিড্‌ল পাশ করে। আমরা চেষ্টা করিব যাহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে জামাতের সমগ্র মেয়েদেরও মেট্রিক পর্যন্ত পাশ করা সম্ভব হইয়া উঠে।

হুজুর বলেন, এই স্কীম (পরিকল্পনা) আপাততঃ শুধু পাকিস্তান, হিন্দুস্থান এবং বাংলাদেশের জন্য নির্দিষ্ট; অন্যান্য দেশের ব্যাপারে পর্যালোচনার পর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব, ইনশাআল্লাহ্‌। (আল-ফজল, ১২ই এপ্রিল ১৯৮০ ইং)

অনুবাদ : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

বিশেষ পয়গাম

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহু।

আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে ১৯৭৩ সালে জলসা সালানা উপলক্ষে আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য এবং খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বীনের বিজয় অভিযানকে দ্রুত হইতে দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী ফাণ্ড প্রতিষ্ঠার তাহরিক করিয়াছিলাম, যার ফলে বিশ্বের সর্বত্র আহমদীগণ তাদের মহান রীতি ও ঐতিহ্যকে বজায় রাখিয়া মহব্বত, আন্তরিকতা ও পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত এই ফাণ্ডে ওয়াদ লিখাইলেন এবং পর্যায়ক্রমে আদায়ের কাজও শুরু করিয়া দিলেন।

স্বর্গীয় শুভ সংবাদের প্রেক্ষিতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় শতাব্দী হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ)-এর দ্বীনের বিজয়ের শতাব্দী হইবে। এইজন্য জামাতের কর্তব্য তাঁহারা যেন এই শতাব্দীকে যথাযোগ্য মর্য্যাদার সহিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

আমি গত জলসা সালানাতে আল্লাহতায়ালার সেই সকল আশিসের উল্লেখ করিয়া ছিলাম যাহা শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ডের ব্যাপারে জামাতে আহমদীয়ার উপর বর্ষিত হইতেছে :

১। সুইডেনের গুটেনবার্গ শহরে মসজিদ ও মিশন হাউজের নির্মাণ কাজ।

২। লণ্ডন শহরে ক্রুশীয় মতবাদ খণ্ডন সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং তার ফলে কোটি কোটি মানবকে সত্যের পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়া।

৩। শ্রীনগরে [যেখানে হযরত মসিহ (আঃ) সমাধিস্থ আছেন] মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণ।

৪। নরওয়েতে মিশন-হাউজের জন্য গৃহ ক্রয় ও মসজিদের জন্য জমি ক্রয়।

৫। স্পেনে মসজিদের জন্য জমি ক্রয় এবং সরকারের নিকট হইতে মসজিদ নির্মানের অনুমতি লাভ।

৬। কোরআন মজিদ ও ইসলামী পুস্তকাবলীর ব্যাপক প্রচার।

৭। ছাত্রদের প্রাপ্য হক আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

এই হইল সেই সুমিষ্ট ফল যাহা আমরা জুবিলী ফণ্ডের মাধ্যমে এপর্যন্ত অর্জন করিয়াছি এবং আল্লাহতায়ালার ফজলে উহা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পরিকল্পনার এখন সপ্তম পর্যায়ের সূচনা। আমি আমার সকল প্রিয় ভাই-বোনদের, তাহারা বিশ্বের যে কোন স্থানে বসবাস করুন না কেন তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে, আপনারা পূর্বের চেয়ে বেশী এই ফাণ্ডকে মজবুত করার জন্য নিজেদের চেষ্টাকে ত্বরান্বিত করুন এবং হযরত খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ)-এর দ্বীনের বিজয়ের জন্য সর্বপ্রকার কুরবাণী পেশ করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকুন। নিজেদের ওয়াদাসমূহ পর্যায়ক্রমে ১০০ ভাগের চেয়েও বেশী পূরা করুন। যাহারা এখন পর্যন্ত এই মোবারক তাহরিকে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই অথবা আল্লাহতায়ালা যাহাদিগকে এখন পূর্বের চেয়ে) অধিক আর্থিক সচ্ছলতা দান করিয়াছেন তাহারা ইহার মধ্যে শামিল হউন এবং নিজেদের ওয়াদা সমূহকে সামর্থ্য অনুযায়ী বৃদ্ধি করুন। আল্লাহতায়ালা আপনাদের ধনসম্পদে বরকত দান করুন এবং আপনাদের কুরবাণী সমূহকে কবুল পূর্বক সম্মানে ভূষিত করুন। আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন।

ওয়াস্‌সালাম—

মির্যা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসিহ সালেস।

তাং ২৮ | ৪ | ৮০

মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনাদর্শ

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। ইসলামের ঘোর দুর্দিন। সারা জগতের মুসলমানের উপর নেমে এসেছিল অমানিশার ঘোর অন্ধকার। মুসলমানদের না ছিল খেলাফত আর না ছিল মসনদ। তথাকথিত খৃষ্ট-মতবাদের জোর প্রচারণায় ইসলাম কোণঠাসা। ইসলাম ধর্মের ধারক ও বাহক, নায়েবে রসুল—বড় বড় মৌলবী-মাওলানাগণ পর্যন্ত ভারতে শুরু করলেন—খৃষ্টীয় মতবাদই সঠিক মতবাদ; রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবনাদর্শ বুঝি আর তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। তখন আগ্রা জামে মসজিদের ইমাম মাওঃ ইমাদুদ্দীন, আবদুল্লাহ আথম, সিরাজুদ্দীন প্রমুখ অসংখ্য মাওলানা খৃষ্ট-মতবাদ গ্রহণ করে পাদ্রী হিসাবে ইসলামের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা শুরু করে দিল। শুরু করে দিল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চরিত্রের উপর মিথ্যা কালিমা লেপন করতে। ঠিক এমনই সময়ে আল্লাহতায়ালা এক ব্যক্তিকে দাঁড় করালেন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে। তিনি হলেন হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আল-মসীহুল মওউদ ওয়া মাহদীয়ে মাসউদ আঃ)। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "ম্যায় থা গরীব ও গুম নাম ওবেহুনার, কোই না জানতা থা কে হ্যায় কাদিয়াঁ কিধর।" "অর্থাৎ আমি দরিদ্র, অপরিচিত এবং অপদার্থ ছিলাম। কেউ জানতনা যে কাদিয়ান কোথায় অবস্থিত।' এই অবস্থায় আল্লাহতায়ালা তাঁকে বললেন—'ওঠো তোমাকেই ইসলামের পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তোমার তবলীগকে জমিনের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়া হবে।' (তাযকেরা)

তাঁর জীবনাদর্শ আলোচনা করার আগে একটা বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার। সত্যি কথা বলতে কি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনাদর্শ নুতন কোন জীবনাদর্শ নয়, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনাদর্শই তাঁর জীবনাদর্শ। তিনি হলেন 'সীরাজুম মুনীরা' (মধ্যাকাশের সুর্য) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্ণ বরুজ বা প্রতিচ্ছবি—চতুর্দ্দশীর চাঁদ। তাঁর (সাঃ) পূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমেই এই মর্যাদা লাভ করেছেন তিনি। হুজুর (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের পূর্ণ রূপায়ণ ঘটছে তাঁর মধ্যে। তিনি এসে সকলকে অভয়বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ আজকেও সচল, পথ-হারা মানুষকে পথের সন্ধান দিতে পারে। যাদের সন্দেহ আছে তারা আমাকে, আমার কার্যাবলীকে দেখতে পারে। তাঁর (সাঃ) পূর্ণ এত্তেবার (অনুসরণের) বরকতে তিনি (সাঃ) আমার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছেন।

* তাঁর আগমন যেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই দ্বিতীয় আগমন হুজুর (সাঃ)-এর আরব্ধ কাজ ইসলামের সামগ্রিক বিজয়ের জন্যই তিনি এসেছেন। হযরত মসীহমাওউদ (আঃ)-এর জীবনাদর্শ এত বিরাট এত ব্যাপক যে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে বহু জ্ঞান এবং সময়ের প্রয়োজন। আমার মত সামান্য লোকের সে বিরাট ব্যক্তিত্বের জীবনাদর্শ আলোচনা করতে যাওয়া বামুন হয়ে চাঁদ ধরার শামেল। যাহোক আমি মাত্র তাঁর জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক ও ঘটনা পাঠকদের সমক্ষে তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

---

* এই উম্মতের সকল বুজুর্গ বলে গেছেন, "কালবুহু কালবু মুহাম্মাদিন ও বাতেনুহু বাতেনু মুহাম্মাদিন।" (অর্থাৎ 'ইমাম মাহ্দীর অন্তকরণ মুহাম্মদী অন্তঃকরণ এবং তাঁহার বাতিন, মোহাম্মদী বাতিন হইবে। [তাফহিমাতে রাব্বানীয়া হযরত ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী]। হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং বলে গেছেন, "হুয়া মিন্নি"। (—তিনি আমা হইতে আমারই প্রতিরূপ হবেন।)—সম্পাদক

বাল্যকাল থেকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবন ছিল পবিত্র এবং উজ্জল। তিনি পারস্য বংশীয় ফাতেমী রক্ত মিশ্রিত মোগল পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি নবীগণের সুন্নত অনুযায়ী মেষ চড়িয়েও কোন কোন সময় অন্যের সাহায্য করেছেন। অনর্থক খেলাধুলা বা অযথা সময় নষ্ট করতেন না। নির্দোষ খেলাধুলা এবং যাতে শরীর ও মনের বিকাস ঘটে সে সকল খেলাধুলাই তিনি খেলতেন যেমন :—দৌড়, ঝাপ, সাঁতার ইত্যাদি। তিনি ঘোড়ায় চড়তেন। কিন্তু তাঁর বিশেষ ব্যায়াম ছিল পদব্রজে হাটা।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি খুব খোদাভক্ত ছিলেন। খেলার সাথীদেরকে তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, "দোয়া কর যেন খোদা আমাকে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য দান করেন।" তাঁর পবিত্র এবং সাধু চরিত্র যেই অনুধাবন করতে পেরেছে সেই তাঁর ভক্ত হয়েছে। কিল্লা মিয়া সিংহের প্রসিদ্ধ বুজুর্গ মৌলবী গোলাম রসুল সাহেব তাঁর কথা প্রসঙ্গে বলতেন, "এ জমানায় কোন নবী হওয়ার থাকলে এই ছেলে নবুওত পাওয়ার যোগ্য।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ছেলেবেলা থেকেই নির্জনতা ভালবাসতেন। তিনি লোকদের সামনে বেশী বের হতেন না। কখনও লোকের মাঝে ডাক পড়লে তিনি মাথা নীচু করে পিতার কাছে বসতেন। তিনি প্রায়ই মুখের উপর বাম হাতখানা দিয়ে বসতেন। তিনি খুব লাজুক ছিলেন। তাঁর পিতা মীর্যা গোলাম মর্তুজা সাহেব মাঝে মাঝে কৌতুক করে বলতেন, "এখন ত এই নব বধূকে দেখলেন। হনি "মসিতর, অর্থাৎ অধিকাংশ সময় মসজিদে নামাজ পড়েন এবং কোরআন পাঠে অতিবাহিত করেন। তিন চাকুরীও করেন না বা কোন উপার্জনও করেন না।" মাঝে মাঝে আরও বলতেন, "চল, তোমাকে কোন মসজিদে মোল্লা করে দেই এতে দশমন খাবার ঘরে আসবে।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোন স্কুল বা কলেজের ডিগ্রীধারী নন। তিনি গৃহ শিক্ষকের নিকট আরবী এবং ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং পিতার নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। ছেলেবেলা থেকেই পড়ার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। এবং তিনি সবচেয়ে কোরআন মজীদই বেশী পড়তেন। এমন কি কেউ কেউ বলে থাকেন যে তিনি কম করেও দশ হাজার বার কোরআন শরীফ খতম করেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চার্যের বিষয় এই যে স্বল্প শিক্ষিত লোকটি সারা দুনিয়াকে ইসলামের সত্যতা ও ইহার সুক্ষ্ম তত্বাবলী এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মোকামের মর্যাদা সম্বন্ধে সত্যিকারের জ্ঞান দান করেছেন। তিনি প্রায় ৯০ খানা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন এবং প্রায় ৯০ হাজার পত্র লিখেছেন। প্রায় সমপরিমাণ বক্তৃতা দান করেছেন যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তেমনি খৃষ্টান, আর্য সমাজী, হিন্দু, ও বিরুদ্ধবাদী উলামার সহিত বিতর্ক ও মুবাহেলা করেছেন। আল্লাহতায়ালার বিশেষ ফজল ও করমেই তিনি এই বিরাট কার্য সম্পাদন করতে পেরেছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁকে ইলহামের মারফত 'সুলতানুল কলম' বা লেখনী সম্রাট উপাধি দান করেছেন। তিনি আরবী ভাষায় প্রায় ২৪ খানি পুস্তক রচনা করে সহস্র সহস্র টাকা পুরস্কার

ঘোষণা করে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন অনুরূপ কোন পুস্তক লেখার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার সাহস করেনি। একই রাত্রে আল্লাহতায়ালা তাঁকে আরবী ভাষার ৪০ হাজার ধাতু (শব্দমূল) শিখিয়েছিলেন। মহাজ্ঞানী আল্লাহতায়ালা যে ভাবে সর্বকালের শিক্ষাগুরু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে জ্ঞান দান করেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে তাঁর গোলাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কেও জ্ঞান দিয়েছিলেন। এই জন্যে আন্তরিক চেষ্টা এবং প্রাণ নিংড়ানো দোওয়া করতেও কৃপণতা করেন নি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)। তিনি যেন কোরআন করীমের আদেশ 'ইকরা' অর্থাৎ 'পড়' এই আদেশকে পুনরায় মুসলিম উম্মতকে শিখানোর জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং নিজ জীবনের সাক্ষ্য দিয়ে তা প্রমাণ করে গিয়েছেন যে দুনিয়ার শিক্ষাগুরু হ'তে হলে মুসলমানদেরকে আবার পুথি ও মসী হাতে নিতে হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পিতা পার্থিব জীবনে খ্যাতি অর্জন করার জন্যে সারা জীবন চেষ্টা করেছেন, এবং ব্যর্থতায় মুয়মান হয়ে মাঝে মাঝে একটি পার্শী বয়াত আবৃত্তি করিতেন—'জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এতটুকুই বাকী। হায়! যদি কয়েকটি রাতও তাঁর চিন্তায় যাপন করতাম ভাল হত।' পিতৃ হৃদয়ের এই আকুলি-বিকুলিই হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে। তাই তিনি সর্বদা দুনিয়ার মোহ কাটাবার চেষ্টা করতেন। জায়গা-জমি ছিল। কাজেই পিতার আদেশে মামলা-মোকদ্দমা করতে হত। কোন কোন মামলা খারিজ হলে তিনি স্বস্তি অনুভব করতেন এবং শোকর গোজারী করতেন কেননা এবার খোদাতায়ালার প্রতি ভালভাবে মনোনিবেশ করা যাবে। যদিও চাপে পড়ে যৌবনের প্রারম্ভকালে চাকুরী করেছেন তিনি, কিন্তু চাকুরীকে সর্বদা কারাগার মনে করতেন কেননা চাকুরী করলে ঠিক ভাবে খোদার আরাধনা করা যায় না। একবার কপুরতলা রাজ্যের শিক্ষা বিভাগীয় উচ্চতম পদের জন্যে আহুত হলে তিনি ত প্রত্যাখ্যান করেন। এতে পিতা অসন্তুষ্ট হলে তিনি নিবেদন করলেন—আমি চাকুরী চাহিনা। দুই জোড়া খদ্দরের কাপড় দিবেন এবং যেমন পসন্দ রুটি পাঠিয়ে দিবেন। অনিচ্ছা সত্বেও বৈষয়িক পিতার মন রক্ষার্থে অনেক পার্থিব কাজে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। কিন্তু মন রয়েছে সর্বদা প্রভুর পানে। যেমন কথায় বলে 'দাস্ত বা-কার দিল বা-ইয়ার' অর্থাৎ হাত কর্ম্মমুখর কিন্তু হৃদয় বন্ধু-পানে। যখনই দুনিয়ার কাজ থেকে একটু রেহাই পেতেন তখনই তিনি আরাধনায় নিমগ্ন হতেন। মোকদ্দমা উপলক্ষে তিনি শহরে গেলেও রীতিমত নামাজ পড়তে অবহেলা দেখাননি। কোন কোন সময় এমনও হয়েছে যে মামলার শুনানীর সময় মামলার ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বৃক্ষ-তলে নামাযে নিমগ্ন হয়েছেন। কিন্তু খোদার ফজলে হাকিম তাঁর অনুপস্থিতিতেই মামলার রায় তাঁর পক্ষে দিয়েছেন। একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এই সব মামলা-মোকদ্দমা চালাতে গিয়ে তিনি কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেননি। সত্যাশ্রয়ী থাকার জন্য অনেক সময় তাঁকে অনেকের বিরাগ-ভাজনও হতে হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতেও যে সত্যের পথ অবলম্বন করে মামলা-মোকদ্দমায় জয়ী হওয়া যায় এ শিক্ষা আমরা মসীহ মাওউদ (আঃ)-র জীবনাদর্শ থেকে পেয়ে থাকি।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অতি বিনয়ী এবং উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি অতি সাদা-সিদা জীবন-যাপন করতেন। অহমিকা, বাহাদুরী তিনি কখনও করতেন না। তিনি কাজের গুরুত্ব দিতেন সবচেয়ে বেশী। এজন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তিনি কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর্যা সুলতান আহমদ সাহেব (রাঃ) [যিনি মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর উপর ইমান আনেন নি] বলতেন, "ওয়ালেদ সাহেব একজন মোগলের ন্যায় জীবনযাপন করেননি, ফকীরের ন্যায় জীবনযাপন করেছেন।" এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাচ্ছে।

১৮৯৩ সালের মে মাসে অমৃতসরে যখন পাদরী আবদুল্লাহ আথমের সাথে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাহাস হচ্ছিল (এই বাহাস বা বিতর্ক 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' নামে প্রসিদ্ধ। ১৫ দিন ব্যাপী ইহা জারী ছিল এবং উহা উক্ত নামেগ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।) তখন হুজুর (আঃ) হল বাজারে 'রিয়াজে হিন্দ প্রেস' সংলগ্ন দালানে থাকতেন। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ) বলেন—আমি তখন খেদমত করার সুযোগ লাভ করতাম। একদিন আমি ও অমৃতসরের আলাদীন সাহেব হাওয়ালার তালিকা প্রস্তুত করে হুজুর (আঃ) এর কাছে নিয়ে গেলাম। তখন হুজুর (আঃ) ঐ দালানের দেয়ালের ছায়া তলে সাধারণ একটা চাটাই বিছিয়ে বসে ছিলেন। চাটাই খানা এত ছোট ছিল যে দরকার হলে তাতে একজন লোক শুতে পারত না। ঐ বাড়ী পরিবর্তন করে খান মোহাম্মদ শাহ সাহেবের বাড়ী যাওয়ার পরও আমি এবং মোঃ আলাদীন সাহেব একদিন উপরোক্ত কাজে মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম। ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি, হুজুর (আঃ) এমন একটি ছোট চাটাইর উপর শুয়ে আছেন যে তাঁর শরীরের নিম্ন ভাগ মাটিতে পড়ে রয়েছে। এই অবস্থা দৃষ্টে আমাদের মনের অবস্থা যে কি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। আমার খুব স্মরণ আছে যে, আলাদীন সাহেব বলেছিলেন—হুজুর একটি ভাল বিছানা পেতে দিই। হুজুর বল্লেন—না আমি ঘুমানোর জন্যে শয়ন করিনি। কাজের অসুবিধা হয় এবং ইহা আরাম করার দিন নয়।

অমৃতসরের শেখ নূর আহমদ সাহেব (প্রোপাইটর, রিয়াজ হিন্দ প্রেস) বলেন—জঙ্গে মুকাদ্দাসের শেষ সময়ে বহু মেহমান একত্র হয়েছিলেন, একদিন হুজুর (আঃ)-এর জন্য খাবার রাখতে ভুল হল। আমি আমার স্ত্রীকে তাঁর খাবার রাখার জন্যে আগেই হুশিয়ার করে রেখেছিলাম কিন্তু ঐ দিন অতিরিক্ত কাজের চাপে তার ভুল হয়েছিল, রাত্রি অধিক হলে অনেক অপেক্ষার পরও যখন হুজুর (আঃ)-এর সামনে খাবার হাজির হল না তখন তার ইঙ্গিতে আমরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়লাম। বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল খাবার কোথাও পাওয়া গেল না। ইহা দেখে হুজুর (আঃ) বলেন বাকুল হওয়ার প্রয়োজন নেয়। দস্তর খানা দেখুন তাতে বোধকরি কিন্তু বেঁচে থাকা রুটি থাকবে। অতঃপর দস্তর খানা খুলে কয়েকটি রুটির টুকরা পাওয়া গেল। হুজুর (আঃ) বলেন—ইহাই যথেষ্ট। এর মধ্যে থেকে ২/১ টুকরা রুটি আহার করিলেন, বর্তমান জগতের মুক্তির দিশারী নিজের আরাম আয়েশের ব্যাপারে এত উদাসীন ছিলেন। এ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। (ক্রমশঃ)

—মোঃ মুতিউর রহমান

খেলাফতে রাশেদার ৭টি বৈশিষ্ট্য

—হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ)

ইসলামের খেলাফতে রাশেদার মোট বৈশিষ্ট্য ৭টি :

১। **নির্বাচন ঃ**– আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন— ان الله يامر ان تؤدوا الامانات الى اهلها "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানত ন্যাস্ত কর যোগ্য ব্যক্তির উপর।"

এখানে আমানত শব্দ আছে, কিন্তু উল্লেখ হুকুমতের হইয়াছে। সেইজন্য আমানতের অর্থ হুকুমতের আমানত। নির্বাচনের পন্থা মুসলমানদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সময়ে খেলাফত রাষ্ট্রভিত্তিক ছিল এবং উহার সহিত ধর্মও সংযুক্ত ছিল, সেইজন্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত তখনকার লোকেরা ইহা স্থির করিয়াছিল যে, সাহাবা (রাঃ আঃ) নির্বাচন করিবেন। কারণ তাঁহারা ধর্ম এবং ধার্মিকদের ভালভাবে জানিতেন। পক্ষান্তরে প্রত্যেক যুগের জন্য নির্বাচনের পন্থা পৃথক হইতে পারে। যদি সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর পরে খেলাফত চলিত, তাহা হইলে এ বিষয়েও গবেষণা হইয়া যাইত যে, সাহাবা (রাঃ আঃ) -এর পরে নির্বাচন কি ভাবে হইবে। মোটকথা, খলিফা নির্বাচনমূলক ব্যাপার এবং নির্বাচনের পন্থা আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

২। **শরীয়ত ঃ**—খলিফার উপর শরীয়তের চাপ উপর হইতে ন্যাস্ত। তিনি পরামর্শ রদ করিতে পারেন, কিন্তু শরীয়তকে রদ করিতে পারেন না! অর্থাৎ তিনি সাংবিধানিক নেতা। স্বাধীন নহেন।

৩। **শুরাহ্‌ ঃ**—উপরের চাপ ছাড়াও তাঁহার উপর নীচের চাপ আছে, অর্থাৎ সমস্ত জরুরী ব্যাপারে পরামর্শ লওয়া এবং যথাসম্ভব তদনুযায়ী চলা তাঁহার জন্য জরুরী।

৪। **আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ নৈতিক চাপ ঃ**—শরীয়ত এবং শুরাহ্‌ ছাড়াও তাঁহার নিজের সত্বা তাঁহার পর্যবেক্ষক। কারণ তিনি ধর্মীয় পথপ্রদর্শক এবং নামাযের ইমামও। সেইজন্য তাঁহার মানসিক এবং অন্তর্দৃষ্টি-মূলক চাপ ছাড়া তাঁহার সত্বাও তাঁহার উপর নেগরান। এই সকল চাপ তাঁহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিয়া থাকে। এইরূপ চাপ খাঁটি রাষ্ট্রীয় নির্বাচন এবং অনির্বাচিত শাসকের উপর থাকে না।

৫। **সাম্য ঃ**—'খলিফা ইসলামী' সমপর্যায়ে ইনসানি হক সমুহের অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত, যাহার ব্যবস্থা দুনিয়ার আর কোন শাসকের জন্য নাই। তিনি নিজের ব্যক্তিগত হক আদালতের মারফত আদায় করিতে পারেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত হক আদালত হইতে আদায় করা যাইতে পারে।

৬। **ইসমতে সুগরা** ঃ—অর্থাৎ ভুল-ভ্রান্তি হইতে মুক্ত থাকার দ্বিতীয় স্তর ইস্‌মাতে সুগরায় তিনি অধিকারী। অর্থাৎ তাঁহাকে ধর্মীয় যন্ত্রের একাংশ গণ্য করা হইয়াছে এবং ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহাকে ঐ প্রকারের ভুল-ভ্রান্তি হইতে বাঁচানো হইবে, যাহা ধ্বংসাত্মক, এবং বিশেষ বিপদের সময় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার কার্য-প্রণালীর সাহায্য করিবেন এবং তাঁহাকে দুশমনের উপর বিজয় দিবেন অর্থাৎ তিনি আল্লাহর তরফ হইতে সাহায্য-প্রাপ্ত। অন্য কোন প্রকারের শাসন-পরিচালক এই সকল বিষয়ে তাঁহার অংশীদার নহে।

৭। তিনি রাজনীতির উর্ধে থাকেন। সেইজন্য তিনি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত বা দলের সহিত সংযুক্ত থাকেন না। তিনি পিতার মর্যাদা রাখেন। সেইজন্য কান দলের সহিত সংযুক্ত হওয়া বা কাহারো দিকে ঝুঁকা তাহার জন্য নাজায়েয। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

অর্থাৎ, যখন এইরূপ ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়া যান, তখন তাঁহার জন্য ইহা ফরয যে, তিনি পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিষয়াবলীর ফয়সালা দান করেন। তিনি যেন কোন এক ব্যক্তি বা জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করেন। (বদর পত্রিকা ২৪শে মে ১৯৭৩হইতে উদ্ধৃত)।

অনুবাদ ঃ **মোঃ মোহাম্মাদ সাহেব,**
আমীর, বাঃ আঃ আঃ।

২৭শে মে খেলাফত দিবস

কুরআন শরীফে ও সহি হাদীসে প্রতিশ্রুত "খেলাফত-আলা-মিনহাজেন-নবুয়ত" পুনঃ প্রতিষ্ঠার মহান দিবস ২৭শে মে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়ত তথা মানব ইতিহাসের একটি অবস্মরণীয় পবিত্র দিন। ২৬শে মে ১৯০৮ সনে হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসিহ্ মওউদ (আঃ) -এর এন্তেকালের পরবর্তী দিবসে কুরআন ও হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর প্রণীত আল-ওসিওত পুস্তকে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া জামাতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার প্রথম বিকাশস্থল ছিলেন হযরত হাকিমুল উম্মত মৌঃ নূরুদ্দীন (রাঃ) ও দ্বিতীয় মহান খলিফা ছিলেন হযরত মোসলেহ মওউদ মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ (রাঃ)। বর্তমানে তৃতীয় খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন হযরত ফাতেহুদ্দীন হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ)। এই পবিত্র দিনে খেলাফতের তাৎপর্য ও কল্যাণ এবং উহার প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জামাতের কর্মসর্তাগণ যথা নিয়মে বিশেষ আয়োজন করিবেন।

সংবাদ ঃ

'আহমদীয়াতের লিটারেচার যতই পড়া যায়, ততই ইসলামের সুন্দরতম চেহারা উদ্ভাসিত হইয়া সম্মুখে আসে'

গ্যাম্বিয়া জামাত আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাস্থ্য মন্ত্রী এম, সি, জালোর ভাষণ

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর বাণী পঠিত ঃ ১৮ জন নব-দীক্ষিত ঃ রেডিও টি-ভি এবং পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারণা ঃ

বাঞ্জেল (গ্যাম্বিয়া—পঃ আফ্রিকা) ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত গ্যাম্বিয়ার জামাত আহ্‌মদীয়ার ৬ষ্ঠ সালানা জলসায় উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এম, সি, জালো বলেন যে, আহ্‌মদীয়াতের লিটারেচার যতই গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা যায়, ততই ইসলামের সেই সুন্দর ও উজ্জলতম চেহারা উদ্ভাসিত হয় যাহা জামাত আহ্‌মদীয়া জগতের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে। মন্ত্রী মহোদয় জামাত আহ্‌মদীয়ার প্রধান হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর এরশাদাবলীর বিশেষ প্রসংশা করেন এবং জামাত আহ্‌মদীয়ার ইসলাম প্রচার ও জনকল্যাণমূলক সেবাকার্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, এই জলসা উপলক্ষে ১৮জন নবদীক্ষিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়া আহ্‌মদীয়া জামাতভুক্ত হন।

উক্ত জলসা, আহ্‌মদীয়া জামাত কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত বাথরেষ্ট হাই স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। গ্যাম্বিয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশ সেনিগাল হইতে আগত প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি জলসায় অংশ গ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তাঁহার প্রেরিত বাণীতে জামাতের বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁহারা যেন ইসলামের পাধান্য বিস্তারের আগামী শতাব্দীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টাকে জোরদার করেন কেননা উক্ত শতাব্দীর আগমনে আর মাত্র ৯ বৎসর অবশিষ্ট আছে। (আল-ফজল ১৫ই এপ্রিল ১৯৮০)

ডঃ আব্দুস সালাম মারাকাশ (মোরক্কো)-এর রাজকীয় একাডামীর সদস্য নিয়োজিত।

'ইহাতে পাকিস্তান এবং মোরক্কোর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হইবে।'—শাহে মারাকাশ

ইসলামাবাদ, ২৪শে এপ্রিল—'পাকিস্তান টাইমস্' (লাহোর) এই আনন্দদায়ক সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে যে পাকিস্তানের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিক এবং আহ্‌মদীয়তের গৌরবভাজন কীর্তি সন্তান ডঃ আব্দুস সালামকে মোরক্কোর শাহ হাসান তাঁহার দেশের 'একাডামী অফ ইউনাইটেড কিংডম অফ মোরক্কো'-এর এসোশিয়েট সদস্য হিসাবে নিয়োজিত করিয়াছেন।

(অবশিষ্ট কভারের ভিতর পাতায় দেখুন)

জনাব আমীর সাহেবের নামে
সৈয়্যেদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর
কতিপয় ঈমানবর্ধক পত্র

Rabwah.
Dated 19-3-1980

Dear Maulvi Mohammad Sahib,
Assalamo Alaikum.

I am pleased to receive your four letters dated 6, 7 and 8 Aman 1359/March 1980. I pray to Allah that He may grant you brilliant success in your efforts for tabligh. I am glad to know about the successful efforts during Sundai Ban Jalsa and the useful employment of members of central deligation. May Allah bless your efforts with great success, help you to remove inactivity of Majalis Amila of various Jamaats and to eradicete evil practices prevailing in various Jamaats. May Allah help and enable your all officals of Jamaat to follow and implement your future Progremme with zeal and enthusiam. May Allah bless all Jamaats with all round progress and welfare.

I have seen lists of promises and payments of subscriptions for Waqfe Jadid. I pray that Allas may increase all members in their spirit of sacrifice and enable them to fulfil their promises well in time. Ameen.

Yours affectionately,
(Mirza Nasir Ahmad)

Rabwah
Dated 21. 3. 1980

Dear MauIvi Mohammad Sahib,
Assalamo Alaikum.

I am pleased to receive your two letters dated 12 and 13 Aman 1359/March 1980. May Allah increase His showers of blessings on you and bless your efforts with outstanding success. May He protect all members of Jamaat, and strengthen the whole Jamaat in faith, bless them with happiness and prosperity.

I have seen the list of Baitnamahs of 51 persons. May Allah accept their baits, grant them steadfastness in faith and bless with spiritual as well as material elevation. Ameen

Yours affectionately,
(Mirza Nasir Ahmad)

(২৩-এর পাতার পর)

খবরে প্রকাশ, মোরক্কোর উক্ত একাডেমীর প্রধান হইলেন স্বয়ং মোরক্কোর রাজা শাহ্ হাসান দ্বিতীয়, এবং এই দেশে সায়েন্স ও টেকনোলোজীর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে একটি শাহী ফরমানের মাধ্যমে বিগত বৎসর উক্ত একাডেমী স্থাপিত হয়। ইহার মোট সদস্য সংখ্যা হইতেছে ষাট জন, যাহাদের মধ্যে অর্ধেক সদস্য এরূপ বিদেশী নাগরিকগণ হইয়া থাকেন, যাহারা এই ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট মর্যাদা রাখেন। প্রফেসর সালাম হইলেন প্রথম পাকিস্তানী যিনি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে নিয়োজিত হইলেন।

শাহ্ হাসান এই প্রসঙ্গে প্রফেসর সালাম সাহেবকে প্রেরিত তাঁহার একটি ব্যক্তিগত পত্রের আশা প্রকাশ করেন যে, তিনি (ডঃ সালাম) এই একাডেমীর সদস্য হিসাবে নিয়োজিত হওয়ায় পাকিস্তান এবং মোরক্কোর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অধিকতর জোরদার হইবে।

(পাকিস্তান টাইমস্ : ২৬শে এপ্রিল ১৯৮০।)

অনুবাদ ও সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

পাক্ষিক 'আহমদী'-এর নব বৎসরের শুভ সূচনা

গ্রাহক-গ্রাহিকার খেদমতে বিশেষ নিবেদন

অত্র মে মাস হইতে পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'-এর ৩৪শ বর্ষের শুভ সূচনা। এই শুভলগ্নে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পৃষ্ঠপোষক ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে বিশেষ অনুরোধ যে প্রত্যেকেই 'আহ্‌মদী'-এর চাঁদা দেওয়ার জন্য তৎপর হউন। সত্বর চাঁদা পাঠাইয়া পত্রিকাটিকে স্বনির্ভর করিয়া তোলার কাজে সহযোগিতা করুন। বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার ইহা একমাত্র মুখপত্র। ইহার সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন প্রকাশনায় আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আহ্‌মদী-এর মাধ্যমে কোরআন করীমের তফসীর, পবিত্র হাদিস, হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কালবিজয়ী অমৃতবাণী, আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত যুগ-খলিফার সময়োপযোগী জ্ঞানগর্ভ ও ঈমানবর্ধক খোৎবা ও নির্দেশাবলী, স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী জামাতী খবর এবং বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধাদী নিয়মিত প্রকাশের দ্বারা জামাতের বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং স্বক্রিয়ভাবে পত্রিকাটির আর্থিক সাহায্য করা প্রত্যেক আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নির পবিত্র দায়িত্ব। এই মহান দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন।

ম্যানেজার,
পাক্ষিক আহ্‌মদী,
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীন মুফতারিয়ীন
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor